EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

এক সীমাহীন অংশীদারিত্ব: যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক

ওয়েন্ডি আর. শারম্যান-এর বক্তব্য
আন্ডার সেক্রেটারি ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স

রূপসী বাংলা হোটেল, ঢাকা

ঢাকা, ২৭শে মে -- যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স ওয়েন্ডি আর. শারম্যান আজ হোটেল রূপসী বাংলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত বক্তব্য রাখেন।

(বক্তৃতা শুরু)

প্রিয় বন্ধুগণ, আজ এখানে কথা বলতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। আমি ঢাকায় আসতে পেরে এবং দ্বিতীয় বার্ষিক যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অংশীদারিত্ব সংলাপের সহ-সভাপতিত্ব করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। আজ আমার ও পররাষ্ট্র সচিব হকের মধ্যে অনেক কার্যকরি আলোচনা হয়েছে। আমি উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদলকে তাদের চমৎকার কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং বিশেষ করে আমাদের অসাধারণ রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনাকে সাধুবাদ জানাতে চাই। এখানে ও ওয়াশিংটনে, ড্যান এই অংশীদারিত্বের পক্ষে ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করেছে-এবং অংশীদারিত্ব বিষয়টা কি সেটার প্রতি সে আমাদের মনোনিবেশিত করে রেখেছে। আজ এখানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য আমি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)-এর নেতৃবৃন্দদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বন্ধুত্ব অনেক পুরোনো। ৪০ বছরেরও আগে যখন বাংলাদেশের নায়করা লড়াই করেছে এবং তাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে একজন আমেরিকান নায়ক সেনেটর টেড কেনেডি বাংলাদেশীদের সহযোগিতার জন্য এবং তাদের স্বাধীনতার অধিকার ও আত্মদৃঢ়তাকে সমুন্নত রাখতে এখানে সফর করেন। গত কয়েক বছরে আমাদের অংশীদারিত্ব উষ্ণ সম্পর্কের সীমা ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে চমৎকার অগ্রগতি অর্জন করেছি যা প্রত্যেক মানব উদ্যোগকেই স্পর্শ করে। গত বছর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লিনটন দ্বারা উদ্বোধন করা অংশীদারিত্ব সংলাপটি আমাদের প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করে। আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে আমি দ্বিতীয়বার ঢাকায় এসেছি আর প্রত্যেক সফরের পরই আমি এই অংশীদারিত্বের প্রতি আরো নিবেদিনের একটি নবজাগরিত বোধ নিয়ে ফিরে যাই।

বাংলাদেশের মুগ্ধকর উন্নয়ন, আমাদের দুদেশের স্বপ্ন ও মূল্যবোধ এবং আমাদের সম্পর্কের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার আরো অনেককিছু বলার আছে।

তবে আমাকে অন্য এক জায়গা থেকে শুরু করতে হবে। জায়গাটি ১৮ কিলোমিটার দূরে একটি ব্যস্ত সড়ক; ২৪শে এপ্রিল ৮:৪৫ মিনিট, এমন একটি দিন যা কেউ কেউই ভূলে যেতে পারবে। আমার ও আমেরিকানদের হৃদয় রানা প্লাজার আর্তদের প্রতি সহানূভুতিশীল। হারানো প্রাণ, আহত বা বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া, ছিন্নভিন্ন পরিবার ও এতিম শিশুদের কথা আমাদের সবাইকেই স্পর্শ করেছে। সেই ঘটনার ভয়ার্ত দৃশ্যগুলো -- খালার কোলে একটি মাতৃহীন শিশু, স্বামীর মৃতদেহ দেখে স্ত্রীর মূর্ছা যাওয়া, স্বামী স্ত্রীর পরস্পরকে ধরে জীবন্ত অবস্থায় ধ্বসের নিচে আটকে মৃত্যুবরণ -- এসবই আমাদের মনে দাগ কেটেছে।

তার পরের দিনগুলোতে আমাদের সাহসিকতার কথাও বলতে হবে: প্রাথমিক সহায়তা প্রদানকারি ও সেনাবাহিনীর কথা বলতে হবে যারা হাজার হাজার মানুষকে রক্ষা করেছেন। পাশের শিল্পকারখানার কর্মীদের কথাও বলতে হবে যারা নিজের জীবন বাজি রেখে ধ্বসের মধ্যে গিয়ে একটি মেয়েকে রক্ষা করে নিয়ে আসেন যার হাত কংক্রিটের নিচে চাপা পড়ে চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। আহতদের সেবার জন্য সেখানে পৌঁছানো ডাক্তারদের কথাও বলতে হয়। আর এক অসাধারণ ১৯বছর বয়সী নারীর কথাও বলতে হয় যে কেবল অদম্য ইচ্ছা শক্তির বলে ১৭ অন্ধকার ও ধ্বসের মধ্যে বেঁচে ছিলো।

এরকম যাতে আর না ঘটে সেটা নিশ্চিত করতে আমাদের যা যা করণীয় আমাদের করতে হবে। আমরা বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে, বাংলাদেশী ও আমেরিকান বেসরকারি খাতের সঙ্গে, শ্রম ও সুশীল সমাজের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক মহলে আমাদের অংশীদারদের সঙ্গে ও বাংলাদেশী প্রবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করছি। আমরা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে না নিতে উৎসাহিত করছি কারণ এর সমাধান সংস্কারে, প্রত্যাহারে নয়। অবশেষে, এর সাফল্য নির্ভর করবে শিল্পের, সরকারের, সুশীল সমাজের ও সাধারণ বাংলাদেশীদের ইচ্ছা ও আত্মনিবেদনের ওপর যাতে তারা একসঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও বাংলাদেশের শ্রম অধিকারের সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে।

দৃঢ় শ্রম মান প্রণয়ন করার দায়িত্ব বাংলাদেশের সরকারের কর্তব্য। তবে, আপনাদের দেশ যখন এসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তখন তার বন্ধুগণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশেল শিল্পকারখানা থেকে যারা নিজ পোশাক নেয় সেসব আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমরা কাজ করছি যাতে আরো উৎকর্ষিত নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের প্রতি তাদের সহায়তা নিশ্চিত করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী প্রবাসী গোষ্ঠীর প্রকৌশলী ও স্থপত্যবিদরা মিলে একটি স্বাধীন নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ দল গঠনের সহায়তার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রও স্থানীয় শ্রম ও সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থায়ন করছে যাতে শ্রম ইউনিয়নে যোগদানের স্বাধীনতাসহ কর্মস্থলে প্রাথমিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার প্রসার করা যায়।

আজ সকালে, আমি সরকার, সুশীল সমাজ, ও শিল্পখাতের নেতৃবৃন্দগণের সঙ্গে একটি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করি যেখানে আমরা বাংলাদেশের শ্রম নিরাপত্তা আরো উন্নত করতে একসঙ্গে কি কি করতে পারি তা নিয়ে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রায় এক শতাব্দী আগে আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটেছিলো - নিউ ইয়র্ক সিটির ট্রায়াঙ্গল শার্টওয়েস্ট ফ্যাক্টরির আগুন -- ঘটনাটি আমেরিকান জনগণের বিবেককে নাড়া দেয় আর সরকার ও শিল্পখাতকে অপরিহার্য সংস্কার বাস্তবায়নে প্রণোদিত করে। আমরা আশা করি যে রানা প্লাজার ধ্বংসাবশেষ ও শোকের মধ্য দিয়ে, এর আগে তাজরিন ফ্যাশনস ও স্মার্ট ফ্যাক্টরির আগুনের বেদনা ও ছাইয়ের মধ্য দিয়ে আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এক নতুন পথ নিরূপন করতে পারবেন। শ্রমিকদের জীবন কিভাবে উন্নত করা যায় -- অবশ্যই বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জীবন কিভাবে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে আপনারা একটি জাতীয় ঐক্যমত্য গঠন করতে পারবেন।

বাংলাদেশে কেন গুরুত্বপূর্ণ

শ্রমিক ও শিল্পখাতের জন্য এই সংস্কারগুলো জরুরি। এগুলো আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির পুনরায় গড়ে তুলতেও অপরিহার্য। আপনাদের উদ্যোক্তাগণ আঞ্চলিক বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধন করেন, আপনাদের শিল্পী ও লেখকগণ সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করে তোলে, আপনাদের শান্তিরক্ষীগণ নিরাশায় জর্জরিতদের আশার আলো দেখায়। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ বাংলাদেশকে একটি ক্ষমতাবান গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল হিসেবে দেখে এবং তার সাফল্যকে অনুকরণ করতে চায়।

গত দুই দশকে, বাংলাদেশের গড় আয়ু দশ বছর বেড়েছে, শিশু মৃত্যু হার দুই-তৃতীয়াংশ কমেছে, নারী শিক্ষার হার দ্বিগুণ হয়েছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার পাঁচ শতাংশে রয়েছে। ব াংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারকে পরিণত হয়েছে, ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, আর এই দশকের শেষভাগে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। একইসময়, বাংলাদেশীরা বিশ্বের সপ্তম সর্বাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশে একটি বৈচিত্র্যময় গণতন্ত্র গড়ে তুলতে পেরেছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

এই মুগ্ধকর অগ্রগতিকে সাধুবাদ জানাতে হয়। তবে, আপনাদের দেশের একটি দৃঢ় বন্ধু হিসেবে আমাকে স্পষ্ট করে বলতেই হচ্ছে যে বাংলাদেশের সাফল্য গাঁথার সর্বোচ্চ সাফল্য নিশ্চিত নয়। আমি ও আমার সহকর্মীগণ অনেক বাংলাদেশীসহ নিরাশার সঙ্গে ঢাকার রাস্তাঘাট হরতালের পর হরতালে, ক্ষুব্ধ মিছিলের পর মিছিলের কারণে বন্ধ থাকতে দেখেছি। বাংলাদেশের মানুষকে বা আপনাদের নেতৃবৃন্দকে আমি বলতে পারি না যে কোন ভূলগুলো ঠিক করতে হবে, কোন বিষয়গুলোর প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে কিংবা ভবিষ্যতের গুরুতর চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে আপনাদের দেশকে কোন পথ বেছে নিতে হবে। বাংলাদেশের মতো যে কোনো গণতন্ত্রেই এটা জনগণকে ঠিক করতে হবে।

তবে, বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে আমি লক্ষ লক্ষ মানুষের শহরকে নিত্যনৈমিত্তিকভাবে চক্রাকার সহিংসতার জন্য বন্ধ থাকতে দেখে আমার দুশ্চিন্তা হয়। কারণ এটা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যাপক ধীরগতিসম্পন্ন করে তোলে। এই অবস্থা কেবল একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির খোরাক জোগায়, যে সংস্কৃতি আপোসকে অস্বীকার করে। এটা সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয়ের উদ্রেক করে। এটা কয়েকজন নাগরিক ও তাদের বিশ্বাসকে অন্যান্যদের তুলনায় গুরুত্বহীন করে তোলে এবং এটা জনসংখ্যার কিছু অংশকে চরমপন্থী করে তোলে। সত্যিকার অর্থে সমৃদ্ধ হতে, বাংলাদেশকে এই পুরোনো নির্বাচনী বছরের সহিংসতার চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

আমাদের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমরা যা করছি

বাংলাদেশের সাফল্য গাঁথাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। আর এই সব চ্যালেঞ্জ, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন, কিন্তু সেগুলো অনতিক্রম্য নয়। আমাদের যে সব সম্মিলিত উদ্বেগ সেগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য এবং যে সব সম্মিলিত লক্ষ্য রয়েছে সেগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমরা একত্রে অনেক কিছু করতে পারি। এই যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অংশীদারিত্ব সংলাপ অনুষ্ঠান-ই বলে দেয় আমরা আমাদের সম্মিলিত স্বপ্নকে কতোটা মূল্য দেই এবং আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আমরা কতোটা উজ্জ্বল বলে ভাবি। এই অংশীদারিত্বের শেকড় প্রোথিত রয়েছে আমাদের সম্মিলিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে, আমাদের দৃঢ় অর্থনৈতিক বন্ধনে, আমাদের পারস্পরিক নিরাপত্তা উদ্বেগে, এবং আমাদের আমাদের জনগণের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপকতা ও গভীরতায়। আমরা আমাদের সম্পর্কের কাঠামোর আরো উত্তরণ ঘটাচ্ছি এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করছি, সন্ত্রাস

বিরোধিতা, মাদক, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পুলিশ প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা ব্যবস্থাপনা -- এসব বিষয়ে আমাদের ইতিমধ্যেই যে চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে তা আরো এগিয়ে নিয়ে চলেছি এবং আমাদের সংশ্লিষ্টতা বাড়াচ্ছি। এই তালিকা আরো চলতেই থাকবে। আমি এখন এসব বিষয়ে কিছু উদাহরণ দিতে চাই।

সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক প্রতিহত করার জন্য এবং সহিংস সন্ত্রাসের হুমকি মোকাবেলা করার জন্য আমরা একত্রে কাজ করেছি -- বাংলাদেশে এবং এর বাইরেও। এই অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান অংশীদারিত্বকে এই স্মারকলিপি আরো জোরদার করবে। দুই দেশের মধ্যকার সন্ত্রাস মোকাবেলায় ভারতের সাথে বাংলাদেশের সহগোগিতাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। ভারত ও বাংলাদেশের এই সহযোগিতা এই পুরো অঞ্চল এবং বিশ্বকে অধিকতর সুরক্ষিত এবং আরো নিরাপদ করে তুলবে। সহিংস সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই অনেক দীর্ঘ, কিন্তু আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি সাধারণ বাংলাদেশীদের কথা শুনে যারা বলেছেন যে তারা গর্বিত মুসলমান, গর্বিত বাংলাদেশী, এবং একটি উন্মুক্ত ও বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের গর্বিত নাগরিক।

আমাকে যা সবচাইতে চমৎকৃত করেছে তা হলো বাংলাদেশ শান্তি রক্ষার জন্য যেমন পরিশ্রম করছে তেমনই লড়াই করছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানে বিশ্বের সব দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অবদান রেখে আসছে। বিশ্বের আটটি স্থানে শান্তি রক্ষা অভিযানে বাংলাদেশের প্রায় নয় হাজার সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা কাজ করছে। এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই কার্যকমের হার আরো ৫০ শতাংশ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ কাজ করে চলেছে।

শান্তিরক্ষা অভিযানের প্রতি আপনাদের যে অঙ্গীকার বিশ্বের সবচাইতে চমৎকার ও গতিশীল নাগরিক সমাজের সাথেই কেবল তার তুলনা চলে। বাংলাদেশের দু'টি প্রতিষ্ঠান -- ব্র্যাক এবং গ্রামীণ ব্যাংক -- দারিদ্র্য ও দুর্ভোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বে আদর্শ হিসেবে কাজ করছে। এই দু'টি প্রতিষ্ঠানই দেশে তাদের কাজ শুরু করেছিল দরিদ্র জনগণের ক্ষমতায়ন এবং অভাবীদের সহযোগিতা করার লক্ষ্য নিয়ে। আর দু'টি প্রতিষ্ঠানই বর্তমানে কাজ করছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, বিশ্বের সবচাইতে দুঃস্থ কিছু এলাকায়। বাংলাদেশের যা কিছু ভালো তার সব কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে ব্র্যাক এবং গ্রামীণ ব্যাংক: বাংলাদেশী জনগণের উদ্ভাবনকুশলতা, সহমর্মিতা, এবং সৃজনশীলতা। আমরা দেখতে চাই গ্রামীণ-এর অখন্ডতা ও কার্যকারিতা অব্যাহত থাকুক যাতে করে এই প্রতিষ্ঠানের নারী শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার ও স্বার্থ নিরাপদ থাকে। গত মাসে আমাদের দুই রাজনৈতিক দলের নেতারা মিলে এই বাংলাদেশের এক কৃতি সন্তানকে যে সম্মান দেখিয়েছেন তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। প্রফেসর মুহম্মদ ইউনূস কোনো দেশের প্রথম মুসলিম নাগরিক যিনি এই কংগ্রেশনাল স্বর্ণপদক লাভ করেছেন, যা কিনা কোনো বেসামরিক নাগরিকের জন্য যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের সর্বোচ্চ সম্মাননা।

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনাদের যে অঙ্গীকার এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন উদ্ভাবন রপ্তানির প্রতি আমাদের যে প্রতিশ্রুতি তা আমরা মেলাতে চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি)-র বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট ২০ কোটি ডলার। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের পর এশিয়া মহাদেশে এটাই আমাদের সবচাই বড় উন্নয়ন কর্মসূচী। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্শিয়াল চারটি উদ্যোগের সব ক'টি থেকেই সুবিধা পাচ্ছে। এই চারটি উদ্যোগ হচ্ছে -- ফিড দ্য ফিউচার, গ্লোবাল হেল্থ, ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং এনগেজমেন্ট উইথ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড।

"ক্লাইমেট অ্যান্ড ক্লিন এয়ার কোয়ালিশন"-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জাতীয় গ্রিনহাউস গ্যাস ইনভেন্টরি ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য আমাদের নিজ নিজ সরকার কাজ করছে; অর্থনৈতিক পরিমাপ এবং কৃষি, বনভূমি ও জলাভূমির মানচিত্র তৈরির কাজ চলছে যাতে

করে বিশুদ্ধ জ্বালানি উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে আপনাদের সরকারের সাথে কাজ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত এবং সেক্রেটারি কেরিও এই ব্যাপারে বিশেষভাবে আবেগপ্রবণ।

বেসরকারি খাতেও আমাদের সহযোগিতা অত্যন্ত সক্রিয়। শুধু লক্ষ্য করুন আমরা কতোটা অর্জন করেছি। বছরে ৬শ' কোটি ডলারের বেশি বাণিজ্য। বাংলাদেশে আমেরিকান রপ্তানির প্রবাহ। আরো বেশি বেশি করে আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে শেকড় গাড়তে চাইছে। এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশী এবং আমেরিকান উভয়ের জন্যই আরো বেশি কর্মসংস্থান। এর অর্থ বৃহত্তর সুযোগ-সুবিধা এবং সমৃদ্ধি। এটা কোনো অবাক করা বিষয় নয় যে বিশ্বে উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য অন্যতম কাঙ্খিত দেশ বলে গোল্ডম্যান স্যাক্স বাংলাদেশকে অভিহিত করে থাকে।

আমাদের দুই দেশের সরকারের মধ্যকার বৈঠকে আমরা একটি বেসরকারী খাত ফোরাম যোগ করেছি যা আমাদের বার্ষিক অংশীদারিত্ব সংলাপের জন্য নতুন এবং আমাদের আলোচনায় এটি ভিন্ন আরেকটি মাত্র যোগ করেছে। বাংলাদেশের দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতিতে বেসরকারী খাত ফোরাম ক্রমবর্ধমান গুরুত্বেরই প্রতিফলন। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ক কিভাবে আরো উন্নত করা যায় এবং বাংলাদেশে কিভাবে আরো বিনিয়োগ বাড়ানো যায় সেসব বিষয়ে আমেরিকা, বাংলাদেশ এবং এই অঞ্চলের ব্যবসায়িক নেতাদেরকে আমাদের সরকারী আলোচনা সম্পর্কে আরো ভালোভাবে অবহিত হবার জন্য এবং আমাদের সরকারকে সুপারিশ করার জন্য বেসরকারী খাত ফোরাম সুযোগ করে দেয়।

এশিয়া-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা তার অংশগ্রহণ আরো ত্বরান্বিত করলে আমরা এই অংশীদারিত্ব আরো গভীর হবে বলে আশা করি। আমরা ভারত-প্রশান্তমহাসাগরীয় অর্থনৈতিক দ্বার দেখতে চাই যা দক্ষিণ এশিয়ার বৈচিত্র্যময় দেশগুলোকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিশাল বাজারের সঙ্গে ও যুক্ত করবে। অঞ্চলব্যাপী পণ্য, সেবা ও মানুষের চলাচল আরো গতিশীল করতে আমাদের দেশগুলোর মধ্যকার বাণিজ্যিক বাধাগুরো ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং অবকাঠামো গঠন করতে হবে - রাস্তা, ব্রীজ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, রেলপথ, সমুদ্রবন্দর ও পাইপলাইন গঠন করতে হবে। আমরা এটা অর্জন করতে পারলে, মধ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া বৈশ্বিক বাণিজ্যের ব্যস্ত কেন্দ্রে পরিণত হতে পারবে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সিংহের কথা পুনরাবৃত্তি করলে আমরা এমন একটি বিশ্বের স্বপ্ন দেখি যেখানে একজন নাস্তা করবে কোলকাতায়, মধ্যাহ্নভোজ করবে ঢাকায় এবং নৈশভোজ করবে রেঙ্গুনে।

প্রগতির বীজ ইতিমধ্যে বপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে। এই দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১৯৯০ সালে বার্ষিক ৩০ কোটি ডলার থেকে উন্নীত হয়ে ২০১২ সালে ৫০০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। সার্কে এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ফোরামে আরো যোগাযোগ সৃষ্টির আহবাণে বাংলাদেশ একটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। আর বাংলাদেশ তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, উন্নয়ন এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করায় অঞ্চলটি আরো সমন্বিত ও স্থিতিশীল হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের আমাদের ব্যাপক গণকূটনৈতিক উদ্যোগ রয়েছে যা সমাজের বিভিন্ন মহলের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংলাপের আয়োজন করে। গত বছর এডওয়ার্ড এম. কেনেডি সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিস এন্ড দি আর্টসের উদ্বোধনের সঙ্গে তরুণ বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর আমাদের উদ্যোগ ত্বরান্বিত হয়েছে। আপনাদের মতো আমাদের বিশ্বাস যে একটি শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যময় সুশীল সমাজ একটি শক্তিশালী ও অপরিহার্য গণতন্ত্র ধরে রাখতে অপরিহার্য। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ মানুষের বয়স ৪০-এর নিচে হওয়ায় আপনাদের দেশের

প্রতিনিধিত্বকারী এই গোষ্ঠীর উদ্যোগ নেয়ার প্রবণতাকে, স্বেচ্ছাসেবাকে এবং দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করা ও উজ্জীবিত করা অপরিহার্য।

একইভাবে, আমাদের দূতাবাস নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি ও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাদের অন্তর্ভূক্তির প্রসারে অত্যন্ত সক্রিয়। আমাদের বিশ্বাস যে একটি দেশ কেবল তার অর্ধেক জনসংখ্যার অংশগ্রহণের ফলে তার পূর্ণ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। গত বছর, স্টেট ডিপার্টমেন্ট দুটি বিশাল কর্মসূচি অর্থায়ন করে - একটি চট্টগ্রামে এবং একটি ঢাকায় - যাতে নারী উদ্যোক্তা, নেতৃত্ব ও নেটওয়ার্কের প্রসার করা যায়। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি প্রাধিকার দিয়েছে যার ফলে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার কমেছে এবং মেয়েদের স্কুলে যাওয়া ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা পূরণ করার হার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ তার লক্ষ লক্ষ নারী সুবিধাভোগীদের নিয়ে ক্ষুদ্রঋণকে নারীদের সুযোগের অবকাঠামোর পরিবর্তনের চলমান প্রচেষ্টার আদর্শে পরিণত হয়েছে।

উপসংহার

আশা করি আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের স্বপ্ন ও অংশীদারিত্বকে কতটা গুরুত্ব দিই এবং আপনাদের দেশের সাফল্যে আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে সেটা আমি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি। পথে বাধা থাকবে, তবে অতীত যদি দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে বাংলাদেশীরা শুধূ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতেই নয় বরং সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কঠিন সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারবে। আমরা এখানে আপনাদের সহযোগিতা করতে এসেছি। আমরা নাগরিক সংলাপ ও রাজনৈতিক বন্ধন গঠনে সহায়তার জন্য কাজ করছি। বাংলাদেশে যাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা যায় তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীদের অন্তর্ভূক্ত যা করার তাই করছি আমরা। বাংলাদেশ যাতে নিজের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও বাণিজ্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে অর্জন করতে পারে আমরা কাজ করছি। আমি আগেও বলেছি, রাষ্ট্রদূত মজীনা ও আমি আপনাদের পক্ষে ক্লান্তিহীন সমর্থক হিসেবে রয়েছি। তবে, আপনারাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী: বাংলাদেশের নাগরিকগণ যারা নিজ দেশের কল্যাণের জন্য ক্লান্তিহীনভাবে প্রতিদিন কাজ করছেন এবং নিজ সন্তানদের জন্য একটি উন্নত জীবন গড়ে তুলছেন। এই প্রচেষ্টায় আমেরিকান জনগণ আপনাদের অংশীদার। ১৯৭২ সালে সেনেটর কেনেডি বলেছিলেন, আমেরিকার আসল পররাষ্ট্রনীতি হলো নাগরিকের মধ্যে, বন্ধুদের মধ্যে, জনগণের মধ্যে। কারণ এক অর্থে আমরা সবাই বাঙ্গালী, আমরা সবাই আমেরিকান এবং আমরা সবাই মানবতার জন্য মহান জোটের অংশীদার।
আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আবারো ধন্যবাদ। আর আমি আপনাদের ও আপনাদের দেশের প্রাপ্য সকল সাফল্য কামনা করি - যা আপনারা অবশ্যই আজ ও ভবিষ্যতে অর্জন করবেন।

(বক্তৃতা শেষ)

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত